

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

5219 - বিভিন্ন বার্ষিকীতে অংশগ্রহণ করার শরয়ি বিধান

প্রশ্ন

প্রশ্ন: বিভিন্ন বার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করার শরয়ি বিধান কী? যমেন- বশ্বি পরিবার দবিস, বশ্বি প্রতবিন্দী দবিস, আন্তর্জাতিক প্রবীণ বছর। এ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান যমেন- মরোজ দবিস পালন, মলিাদুন্নবী বা নবীর জন্মবার্ষিকী কিংবা হজিরত বার্ষিকী পালন করার হুকুম কি। অর্থাৎ এ উপলক্ষে মানুষকে ওয়াজ-নসহিত করার উদ্দেশ্যে কছি প্রচারপত্র প্রস্তুত করা, আলোচনাসভা বা ইসলামী সম্মেলনের আয়োজন করা ইত্যাদি।

প্রয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ (সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। আমার কাছে যা অগ্রগণ্য তা হচ্ছে- যে দবিসগুলো বা সমাবেশগুলো প্রতবিছর ঘুরে ঘুরে আসে সেগুলো বদিআতী ঈদ বা নবপ্রচলতি উৎসব। এগুলো ইসলামি শরয়িতে নব-সংযোজন; যগুলোর পক্ষে আল্লাহ তাআলা কোন দলিল-প্রমাণ নাযলি করেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তোমরা নব-প্রচলতি বিষয়গুলো থেকে বঁচে থাকবে। কারণ প্রতটি অভনিব বিষয়— বদিআত। আর প্রতটি বদিআত হচ্ছে— ভ্রান্তি।” [মুসনাদে আহমাদ, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে তরিমযি] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলছেন: “প্রতটি কওমরে ঈদ (উৎসব) আছে। এটি আমাদের ঈদ।” [সহি বুখারি ও সহি মুসলমি]

ইবনে তাইমযিয়া প্রণীত “ইকতদিউস সরিাতলি মুস্তাকমি লি মুখালফিাত আসহাবলি জাহমি” নামক গ্রন্থে ইসলামী শরয়িতে ভিত্তি নই এমন নবপ্রচলতি ঈদ-উৎসব পালনের নিন্দাসূচক দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। এ ধরনের বদিআতের প্রচলনে দ্বীনরে কক্ষতি হয় তা সকল মানুষ জানে না; বরং অধিকাংশ মানুষ-ই জানে না। বিশেষতঃ এ ধরনের বদিআত যদি শরয়িত অনুমোদতি কোন ইবাদত শ্রণীয় হয়। শুধু প্রজ্ঞাবান আলমেগণ এ ধরণের বদিআতের ক্ষতিকির দকি উপলব্ধিকরতে পারেন।

যদিও মানুষ ভাল দকি বা ক্ষতিকির দকি বুঝতে না পারে তদুপরিতাদরে কর্তব্য হচ্ছে— কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণ করা।

যে ব্যক্তি বিশেষে কোনদবিসে বিশেষে রোজা, নামায, ভোজ, সাজ-সজ্জা, বিশেষে খরচ ইত্যাদি আমলরে প্রচলন করে তার এ

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

আমলরে সাথে অবশ্যই অন্তররে বশ্বাস জড়তি। অর্থাৎ এ দনি অন্য কোন দনিরে চয়ে উত্তম— এ বশ্বাস। যদি সে ব্যক্তরি অন্তররে অথবা তার অনুসারীর অন্তররে এ বশ্বাস না থাকত তাহলে এ বশ্বাসে দনি বা রাত্রে বশ্বাসে ইবাদত করার জন্য অন্তর উদ্যোগী হত না। অথচ যথাযোগ্য দলি ছাড়া কোন বধিনকে প্রাধান্য দয়ো জায়গে নই। স্থান, কাল ও গণজমায়তে এ তনিটকিই ঈদ বলা হয়। এ তনিট থেকে আরো অনকে বদিআত উৎসারতি হয়। যমেন- তনি প্রকার সময়রে মধ্যে স্থানকনেদ্রকি ও কর্মকনেদ্রকি কছি বদিআতী উৎসব অন্তরভুক্ত। প্রথম প্রকার: যদেনিকে মূলতই ইসলামী শরয়িত শ্রেষ্টত্ব দয়েনি। এ দনিরে ব্যাপারে সলফে সালহেইনগণরে নকিট কোন আলোচনা নই। এ দনিকে বশ্বাসেত্ব দয়ের মত অনবিার্য কছি নই। দ্বিতীয় প্রকার: যে দনি বশ্বাসে কোন ঘটনা ঘটছে; যরূপ ঘটনা অন্য দনিও ঘটতে পারে। তবে তা এ দনিকে বশ্বাসে মটসুম হিসেবে সাব্যস্ত করে না এবং সলফে সালহেইন এ দনিকে বশ্বাসেত্ব দতিনে না। সুতরাং যে ব্যক্তরি বশ্বাসেত্ব দবি সে যনে খ্রিস্টানদরে অনুকরণ করল; যারা ঈসা (আঃ) এর স্মৃতিবিজিড়তি য়ে কোন দনিকে ঈদ হিসেবে পালন করত অথবা ইহুদীদরে অনুকরণ করল। ঈদ পালন- ইসলামী শরয়িতরে একটি বধিন। সুতরাং আল্লাহ য়ে বধিন দয়িছেনে সটোই পালন করতে হবে; ইসলামরে বাইরে কছি প্রচলন করা যাবে না। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানগণ কর্তৃক ঈসা (আঃ) এর জন্মদবিস পালনরে অনুকরণে অথবা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে প্রতি ভালবাসা ও সম্মান দখোতে গয়ি কছি কছি লোক যা কছির প্রচলন করছে সলফে সালহেইনগণ এসব করেননি। অথচ যদি এটা নকে আমল হতো তাহলে তাঁরা সটো না করার কোন কারণ নই। তৃতীয় প্রকার: ইসলামী শরয়িতে য়ে দনিগুলো সম্মানতি ও মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃত যমেন- আশুরার দনি, আরাফার দনি, দুই ঈদরে দনি ইত্যাদি আত্মপ্রবৃত্তরি অনুসারীগণ কর্তৃক এ দনিগুলোতে অভনিব কছি আমল চালু করা হয় এবং এ বশ্বাস করা হয় য়ে, এ আমলগুলো পালন করা মর্যাদাপূর্ণ; অথচ এগুলো মন্দ ও অননুমোদতি। যমেন- রাফজেী সম্প্রদায়রে আশুরার দনি পানিপান না করা ও শোক প্রকাশ করা ইত্যাদি। এগুলো নব-উদ্ভাবতি— আল্লাহ এসবরে বধিন জারী করেননি, আল্লাহর রাসূল জারী করেননি, সলফে সালহেইনগণ এসব করেননি, এমনকি রাসূলে পরবিাররে কটেও করেননি। অপরদিকে শরয়িতরে অনুমোদনরে বাইরে গয়ি প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসে, প্রতি বছরে ধারাবাহিকভাবে সমবতে হওয়া— পাঁচ ওয়াক্ত নামায, জুমার নামাজ, ঈদরে নামায ও হজ্জরে জন্য সমবতে হওয়ার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই এটনিবপ্রচলতি বদিআত। এ বিষয়ে মটলকি কথা হলো—সময় ঘুরলে শরয়িতরে য়ে ইবাদতগুলো পুনঃপুনঃ আদায় করতে হয় আল্লাহ তাআলা নজিই বান্দার জন্য সগোলরে বধিন দয়ি দয়িছেনে; সগোলই বান্দার জন্য যথেষ্ট। এরপর যদি নতুন কোন সমাবেশে চালু করা হয় এটা বধিন আরোপরে ক্ষেত্রে আল্লাহর সাথে পাল্লা দয়ের তুল্য। এর ক্ষতকির দকিগুলো কছি অংশ ইতপূর্ববে উল্লেখ করা হয়ছে। পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তরি বশ্বাসে বা গোষ্ঠী বশ্বাসে যদি অনয়িমতিভাবে কোন আমল করে সটো এ পর্যায় পড়বে না। [সংক্ষেপে সমাপ্ত] এ আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি বলা যায়: কোন মুসলমানরে জন্য এ দবিসগুলো উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগদান করা জায়গে নয়, য়ে দবিসগুলো প্রতিবিহর পালন করা হয়, প্রতিবিহর ঘুরে আসে। য়েহেতু এগুলো মুসলমানদরে ঈদ-উৎসবরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ; যমেনটি ইতপূর্ববেই আমরা তুলে ধরছে। আর যদি পুনঃপুনঃ পালতি না হয় এবং

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ
মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মুসলমানগণ এ অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে মানুষের কাছে সত্য পৌঁছে দিতে পারে তাহলে ইনশাআল্লাহ এতে কোন অসুবিধা নাই।
আল্লাহই ভাল জানেন।